দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

17

শিক্ষাঙ্গনে

মেডিকেল কলেজের ডেন্টাল ইউনিটের দ্রুত বাস্তবায়ন চাই

স্বৈরাচার এরশাদ সরকার রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে তার শাসনামলের শেষ দিকে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি ডেন্টাল কলেজ স্থাপনের ঘোষণা দেন। কিন্তু পরবর্তীতে তা বাস্তবায়নের জটিলতার কারণে দু'টি মেডিকেল কলেজে ডেন্টাল কোর্স চালু করেন। মাত্র একজন সহকারী অধ্যাপক ও দু'জন প্রভাষক দিয়ে ১ম ও ২য় বর্ষের কোর্স সম্পাদন করা যেতে পারে কারণ এই দুই বর্ষে মেডিকেলের শিক্ষকরাই সাধারণতঃ ক্লাস নিয়ে থাকেন। কিন্তু ১৯৯৩ সালে সচিবালয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি পূর্ণাঙ্গ ডেন্টাল কলেজ স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত ৩য় বর্ষ থেকে বাকী বর্ষ ও ইন্টার্নীর জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের ঢাকা ডেন্টাল কলেজে পড়াশুনার সুযোগ দেয়া হবে। কিছুদিন পূর্বে স্বাস্থ্য মহাপরিচালক ও যুগ্ম-স্বাস্থ্য সচিবের মৌখিক সিদ্ধান্ত মারফত সে পূর্ব নির্ধারিত নিয়মাবলী বাতিলের ঘোষণা দেন। তাদের ঘোষণা মতে, রাজশাহীতে ৭২ ঘন্টার মধ্যে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও যন্ত্রপাতি প্রেরণের মাধ্যমে ডেন্টাল ইউনিট বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রায় ৮/৯ মাস কেটে গেলো তেমন কিছুই চোখে পড়েনি। অথচ ইতোমধ্যেই ২য় বর্ষ সম্পন্ন করে আরো একটি ব্যাচ ৩য় বর্ষে প্রবেশের অপেক্ষায় আছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কর্তা-ব্যক্তিদের খামখেয়ালিপনার কারণে স্বাধীন দেশের সন্তানরা তাদের উপযুক্ত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবে। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করে ও ন্যায্য পাওনা সুশিক্ষার ক্ষেত্র তৈরীতে ব্যর্থ হলে নতুন ৫টি মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মতো তারাও নিশ্চয়ই আন্দোলনে অবতীর্ণ হবে। মাননীয় মন্ত্রী, স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের দু'টি ডেন্টাল ইউনিটে সত্বর শিক্ষক ও যন্ত্রপাতি প্রেরণের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু শিক্ষার ব্যবস্থা নিশ্চিত করুন।

তানভীর, সহ-সাধারণ সম্পাদক,
ডেন্টাল স্টুডেন্ট কাউন্সিল,
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ।

আমাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দায়ী কে?

আমাদের দেশে ৪টি বিশ্ববিদযালয় সাধারণ। যার মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বাদে ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী পাস ছাত্র-ছাত্রীদের মাস্টার্সে ভর্তি করানোর নিয়ম চালু আছে। কিন্তু একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলাম সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে, অর্থাৎ ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যারা এবার '(৯৩ সনে অনুষ্ঠিত) পাস কোর্সে ডিগ্রী পাস করেছে তাদের ভর্তি করানো হবে না। যদি বাস্তবাকিই তা ঘটে তাহলে আমাদের এ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দায়ভার কে বহন করবে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পাস কোর্সে ডিগ্রী পাস ছাত্র-ছবাত্রীদের মাস্টার্সে ভর্তি করালে সেশন জট সৃষ্টি হয় এবং শিক্ষার মান কমে যায়। কিন্তু তারা একবারও ভেবে দেখেছেন কি, কলেজে মাস্টার্স পড়ালে শিক্ষার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? যেখানে পাস কোর্স পড়াতে গিয়েই শিক্ষকদের রীতিমত হিমসীম খেতে হয়। আমার মনে হয় সেশন জট সৃষ্টির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ধারণা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত। পার্স কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীরাই যদি সেশন সৃষ্টি করে তবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট কেন? শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট বিনীত অনুরোধ শিক্ষার মানোন্নয়নের কথা বিবেচনা করে, সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ডিগ্রী পাস ছাত্র-ছাত্রীদের মাস্টার্সে ভর্তি করানোর নিয়মটি চালু রাখার ব্যবস্থা করুন।

—জিয়াউল হায়দার হেনরী,
পূর্ব মাদারবাড়ী, চট্টগ্রাম।